দৈনিক বাংলা

দৈনিক বাংলা

ঢাকা, শনিবার, ৩১শে আষাঢ়, ১৩৯৫ : ১৬ই জুলাই ১৯৮৮

তারিখ 16 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

027

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ পেয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণকালে নানাবিধ অনিয়ম আর গোলযোগের ধারা বন্ধ না হলেও পরীক্ষা গ্রহণ আর তার ফল প্রকাশ নিয়মিত হয়ে এসেছে বলা চলে। এটুকু অগ্রগতিও কম কথা নয়। আমরা আশা করবো পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারটাও অদূর ভবিষ্যতে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসবে।

চার বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের পাসের গড় পঞ্চান্ন শতাংশের কিছু বেশী। দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ হার মোটামুটি সন্তোষজনক বলা চলে। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় সফল শিক্ষার্থীদের প্রতি আমাদের অভিনন্দন। এককালে এ পরীক্ষাটিকে প্রবেশিকা বলা হত। এ পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী কেবল উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশের অধিকারই পেত না বরং দায়িত্বশীল জীবনের পথেও ঘটতো তার প্রথম প্রবেশ। জীবনের একটি পর্যায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃহত্তর অঙ্গনে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে কিছু দায়িত্ব সচেতনতারও প্রয়োজন রয়েছে। আমরা আমাদের তরুণ বন্ধুদের সে মহান দায়িত্বের কথা এভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আগামী দিনগুলোতে বৃহত্তর সাফল্যের মাধ্যমে তাদেরই জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করতে হবে।

পাসের হার মোটামুটি সন্তোষজনক ধরে নেয়া হলেও চার বোর্ডের ফলাফলের মধ্যে যে তারতম্য রয়েছে তাকে স্বাভাবিক বলে মানা যায় না। ঢাকা বোর্ডে পাসের শতকরা হার সর্বোচ্চ—তেষট্টি দশমিক পনেরো; যশোর বোর্ডে সর্বনিম্ন—সাড়ে চুয়াল্লিশ। দুটি বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের মেধায় এমন বিপুল বৈষম্য থাকা স্বাভাবিক মনে হয় না। পরীক্ষা বা মূল্যায়ন পদ্ধতির পার্থক্যের ফলে যদি এ তারতম্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে মানতেই হবে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থীর প্রতি সুবিচার ঘটেনি। বিভিন্ন বোর্ডের ফলাফলে এ বৈষম্য নতুন নয় বলেই আমরা বিষয়টির প্রতি শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নজর আকর্ষণ করা প্রয়োজন বোধ করি। আন্তীয় পর্যায়ে গৃহীত একই পরীক্ষার ফলে এমন বৈষম্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ফলাফলে সমতা আনা কিংবা একই মানদন্ডে সবাইকে যাচাই করার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

ফলাফলের বৈষম্য পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়েও আমাদের ভাবতে বাধ্য করে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে গণিতের মত বিষয়েরও একই উত্তরপত্র ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষকের কাছে বিভিন্ন মানের নম্বর পায়। পরীক্ষক যন্ত্র নন, তার মেজাজ এবং রুচি ফলকে প্রভাবিত করতে পারে এ সম্ভাবনা মেনে নিয়েও আমাদের ব্যাপক বৈষম্য দূর করার পন্থা নিয়ে ভাবতে হবে। অন্যথায় একজন তরুণ শিক্ষার্থীর জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনার চেয়ে বড় প্রয়োজন পরীক্ষকদের প্রশিক্ষণ তথা পরীক্ষাপত্র মূল্যায়নের আগে তার প্রত্যাশিত মান সম্পর্কে পরীক্ষকদের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করার উদ্যোগ। পরীক্ষকদের সম্মেলন কিংবা আলোচনা সভার মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এ দিকটি বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

পরীক্ষার ফল সময়মত প্রকাশ হওয়ায় আমরা আনন্দিত। তবে ফল প্রকাশেই পরীক্ষার্থীদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়নি, এ কথাটি মনে রাখা দরকার। প্রথমত, এসএসসি শিক্ষার একটি সূচনা পর্যায় মাত্র। এ পরীক্ষায় আজ যারা উত্তীর্ণ হল তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা নিশ্চিত ও সুষ্ঠু করে তোলার দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে। দেশে উচ্চ শিক্ষায় যে অচলাবস্থা জোরদার হতে চলেছে তার নিরসন না ঘটলে, আমাদের প্রবল আশংকা, আজকের কৃতী শিক্ষার্থীদের অদূর ভবিষ্যতেই অনিশ্চয়তা আর হতাশার শিকার হতে হবে। যে কোনো মূল্যেই তাই সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক করে তুলতে হবে। একই সঙ্গে রয়েছে বিফল পরীক্ষার্থীদের প্রতি করণীয় নির্ণয়। ব্যর্থ পরীক্ষার্থীদের সংখ্যাও নগন্য নয়। ব্যর্থ বলেই তাদের বাতিল ধরে নেয়ার কারণ নেই। এ ব্যর্থতা কাটিয়ে সফল এবং পরিপূর্ণ জীবনের দিকে ওদের এগিয়ে নেয়ার দায়িত্বও জাতিকে পালন করতে হবে।